স্নাতকস্তরে ভর্তির পরিচিতি পুস্তিকা

২০২২ - ২০২৩

গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, কালনা-১

Registered under section 2(f) and 12(B) of the UGC Act 1956
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা স্বীকৃত
স্থাপিত : ২০১৫

মেদগাছি, মুড়াগাছা, পূর্ব বর্ধমান, ৭১৩৪০৫

দিক নির্দেশ

ভর্তির পরিচিতি পুস্তিকা ২০২২-২০২৩

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	অধ্যক্ষের কলাম	০১
২	কলেজ-পরিচয়	০২
৩	লক্ষ্য ও পরিকল্পনা	০৩
৪	বিভিন্ন কোর্সঃ এক নজরে	০৪
৫	এক লহমায় বিভাগ পরিক্রমাঃ	
	পদার্থবিদ্যা বিভাগ	০৫
	রসায়ন বিভাগ	০৬
	গণিত বিভাগ	০৭
	শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ	০৮
	দর্শন বিভাগ	০৯
	ইতিহাস বিভাগ	১০
	বাংলা বিভাগ	১১
	ইংরেজি বিভাগ	১২
	সংস্কৃত বিভাগ	১৩

Contd.

দিক নির্দেশ

ভর্তির পরিচিতি পুস্তিকা ২০২২-২০২৩

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	স্টুডেন্ট কর্নার	
	বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা	১৪
	গ্রন্থাগার	১৫
	স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ এবং প্রেক্ষাগৃহ	১৬
	আধুনিক কম্পিউটার ও বিজ্ঞান-গবেষণাগার	১৭
	অ্যাড অন কোর্স	১৮
	ক্রীড়া	১৯
	সেবা ও গঠনমূলক কার্যক্রম	২০
	সাংস্কৃতিক কার্যক্রম	২১
৬	অতিমারির বিপর্যয় ও পঠন-পাঠন	২২-২৩
৭	সবুজ প্রাঙ্গণ ও পরিচ্ছন্নতা	২৪-২৫
৮	নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (NSOU)	২৬
৯	প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য	২৭
১০	ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট সেল (IQAC)	২৮
১১	কলেজের নিয়ম ও নির্দেশাবলী	২৯
১২	ভর্তির জন্য যোগ্যতামান এবং মেধাতালিকা প্রস্তুতির পদ্ধতি	৩০
১৩	বিভিন্ন কোর্সে আসন বিভাজন	৩১
১৪	কোর্স ভিত্তিক বিষয় নির্বাচন	৩২
১৫	বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি-ফি	৩৩
১৬	আগামী লক্ষ্য	৩৪
১৭	শেষের কথা	৩৫

মূলবক্তব্য

অধ্যক্ষের কলাম

প্রফেসার (ড.) কৃষ্ণেন্দু দত্ত
WBSES,
অধ্যক্ষ
জিজিডিসিকে-১

অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও সাফল্যের সোনালি আলোয় আমার এই কলেজের অধ্যক্ষের পদে গত পাঁচ মাসের পথচলা। এই ভয়ঙ্কর অতিমারির বিপুল বিপর্যয়ের মধ্যেই প্রায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত একটি কলেজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে। মানুষের জন জীবনের পাশাপাশি শিক্ষার মূল কাঠামোর ওপর কুঠারাঘাত করেছে এই অতিমারি। ক্লাসরুম ভিত্তিক পড়াশোনার চেনাবৃত্তের বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিকল্প মাধ্যমে শিক্ষার সৌরভ সঠিক ভাবে পৌঁছে দেওয়া আমাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল। তরুণ ও অভিজ্ঞ অধ্যাপকবৃন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমরা সাফল্যের সোপানে পা রাখতে পেরেছি। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটিয়ে কলেজের প্রতিটি ছাত্রকে অনলাইন ক্লাসরুমের সুবিধা প্রদান করা গেছে। শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার থেকে পঠন-পাঠনের অনলাইন মেথড-এ উত্তরণের এই দুঃসাধ্য কাজ ভবিষ্যতে সুচারু রূপে সম্পাদনের জন্যকলেজের প্রত্যেক সদস্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

অনলাইনে পঠন-পাঠনের কাজ মসৃণভাবে সম্পন্ন করার জন্য কলেজের তরফ থেকে নতুন কিছু স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ (যেমন, 'লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম') গ্রহণ করা হয়েছে। অতিমারির শুরুর দিনগুলিতে অনলাইনে গুগ্‌ল মীটের মাধ্যমে কলেজের পঠন-পাঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। আমাদের সুদক্ষ অধ্যাপকবৃন্দের সহায়তায় অনলাইনে শিখনের সেই মাধ্যমকে আরও উন্নত গুগ্‌ল ক্লাসরুম (ভায়া গুগ্‌ল মীট) মাধ্যমে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। প্রয়োজনীয় পাঠ্যসহায়ক উপাদান বা স্টাডি মেটিরিয়াল, টেক্সট, ক্লাসের ভিডিও লেকচার, ইত্যাদির অনন্ত ভাণ্ডার রূপে গুগ্‌ল ক্লাসরুমের সুবিধা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে জ্ঞানার্জনের নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছে। এছাড়াও ভার্চুয়াল ল্যাবের মাধ্যমে বিভিন্ন প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস সুসম্পন্ন হচ্ছে। .

অনলাইনে নিয়মিত ক্লাস করার পাশাপাশি সৃজনাত্মক সহযোগী কার্যক্রম এবং ভার্চুয়াল আলোচনাসভা আয়জনের মাধ্যমে এই কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন অনলাইন শিক্ষা-মাধ্যমের সঙ্গে আন্তরিক যোগাযোগের সেতু নির্মাণের কাজটি সাফল্যের সঙ্গে সুসম্পন্ন করছে। এখানে বিভিন্ন বিষয়ে অনলাইন আলোচনাসভা বা ওয়েবনার অনুষ্ঠিত হয়, যা একটি উন্নত শিক্ষায়তনের উৎকর্ষের পরিচায়ক। এই অতিমারির সময়ে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের যাবতীয় সৃজনাত্মক আত্মবিকাশমূলক সহযোগী কার্যক্রম অনলাইন বা অফলাইনে বজায় রাখার পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে কলেজ।

ন্যাশনাল অ্যাকাডেমিক অ্যাকরিডিশন কাউন্সিল (NAAC) এর গাইডলাইন অনুযায়ী উপযুক্ত পরিকাঠামো নির্মাণের দিকে সাফল্যের সাথে অগ্রসর হচ্ছে এই নতুন কলেজটি। কলেজের প্রাক্তনীদের সমাবেশ, ফিডব্যাক গ্রহণ করা, প্রভৃতির কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। অঞ্চলের সমস্ত স্তরের, বিশেষত অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার পথ সুপ্রশস্ত করতে এই কলেজ সর্বদা সচেষ্ট। এরই ফলশ্রুতিতে কলেজের অ্যাডমিশন ফিস কমান হয়েছে। এই অতিমারির সময়ে কলেজ সংলগ্ন অঞ্চলের গ্রামবাসীদের মধ্যে খাদ্য-সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার মহান দায়িত্ব পালন করেছে কলেজের NSS ইউনিট।

এই উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসেবে আমি আনন্দিত। আমি নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের এই কলেজে সাদরে আমন্ত্রণ জানাই এবং আমার স্থির বিশ্বাস, কলেজের প্রগতির পথে ভবিষ্যতে তারাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

কলেজ-পরিচয়

- ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত।
- UGC Act, 1956. 2(f) and 12(B) অনুযায়ী এই কলেজ নিবন্ধীকৃত।
- কলেজ ক্যাম্পাসের আয়তন ৬.৭২ একর।
- এই অঞ্চলের মফঃস্বল এবং গ্রামাঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষত প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়াদের কাছে এই কলেজ সার্বিক শিক্ষার এক সুবর্ণ সুযোগ এনেছে।
- এই কলেজের ঐকান্তিক লক্ষ্য -- ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক উন্নয়নের সুবন্দোবস্ত করা।
- একদল তরুণ প্রাণবন্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকার নেতৃত্বে এই কলেজ সাফল্যের পথে যাত্রা শুরু করেছে।
- পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে এই কলেজ শিক্ষা-পদ্ধতি ৩.০ আনুসরণ করে চলে। অর্থাৎ ICTs ব্যবহার করে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠদান পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছে।
- এই প্রতিষ্ঠানে সর্বাধুনিক উন্নতমানের শিক্ষা-সামগ্রী ও পরিবেশ উপলব্ধ আছে। সুচারু গবেষণাগার, স্মার্ট ক্লাসরুম, এবং বিপুল গ্রন্থাবলীতে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে এখানে।
- এই কলেজের সকল সদস্য প্রত্যেক লিঙ্গের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও সংবেদনশীলতার মনোভাব পোষণ করে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

লক্ষ্য

ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে উন্নত ও যুগোপযোগী শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া আমাদের মূল লক্ষ্য যা ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যায়তনিক প্রজ্ঞা, সৃজনশীলতা এবং বৃত্তিমূলক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের সুকোমল বৃত্তিগুলির অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁদের প্রতিভার বিকাশ এবং তাদের মধ্যে সামাজিক নৈতিকতা জাগ্রত করা এই কলেজের মূল উদ্দেশ্য।

পরিকল্পনা

- সমাজের সমস্ত স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ প্রদান করা।
- ICTs ব্যবহার করে অনলাইনে পঠন-পাঠন ও শিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও গুরুত্ব আরোপ করা।
- দেশ ও বিদেশের উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার প্রতিনিয়ত বদলে যাওয়া রূপের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় ঘটান।
- সমষ্টিগত ভাবে দলগত সংহতি বজায় রেখে কাজ করার সুপরিকল্পিত মনোভাব ও সৃজনাত্মক ভাবনার পরিসর তৈরি করা।
- ভবিষ্যতের সুনাগরিক হওয়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সামাজিক মূল্য বোধের সঞ্চার ঘটানো,

২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষ

কোর্স ও বিষয়

বি.এস.সি. (অনার্স)			
ক্রম	বিষয়	আসন সংখ্যা	অধ্যাপক-অধ্যাপিকা সংখ্যা
১	পদার্থ বিদ্যা	১৫	০৩
২	রসায়ন	১৫	০৩
৩	গণিত	২৫	০৪

বি.এ. (অনার্স)			
ক্রম	বিষয়	আসন সংখ্যা	অধ্যাপক-অধ্যাপিকা সংখ্যা
১	বাংলা	৩১	০৩
২	ইংরেজি	৩১	০৩
৩	সংস্কৃত	৩১	০৩
৪	শিক্ষা	৩১	০৪
৫	দর্শন	৩১	০৩
৬	ইতিহাস	৩১	০২

জেনারেল কোর্স		
ক্রম	কোর্স	আসন সংখ্যা
১	বি.এস.সি. (জেনারেল)	২৫
২	বি.এ. (জেনারেল)	২৭২

প দা র্থ বি দ্যা

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

২০১৫ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই কলেজে পদার্থবিদ্যা সাধারণ কোর্স হিসেবে পড়ানোর মধ্যে দিয়ে বিভাগের পথ চলা শুরু। ২০১৬ সালে এই বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু হয়।

এই বিভাগে আছেন দেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান থেকে অধ্যয়ন ও গবেষণা সুসম্পন্ন করা শিক্ষকরা। এখানে আধুনিক ক্লাসরুম এবং ভালো ল্যাবরেটরি আছে। ল্যাবরেটরিগুলো ইলেকট্রিক, ইলেকট্রনিক, অপটিকাল পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য উপযুক্ত। কলেজ লাইব্রেরিতে পদার্থবিদ্যার অনেক বই রয়েছে যেখানে টেক্সট এবং রেফারেন্স বই সুষম সংখ্যায় আছে।

শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ শিখন পরিবেশ গড়ে তুলতে এখানে শিক্ষকরা সদা মনোযোগী। জ্ঞান পরিবেশন, প্রেষণা তৈরি এবং শিক্ষার্থীদের সফলতা অর্জনে উৎসাহিত করা এই বিভাগের লক্ষ্য।

বিভাগীয় সদস্যঃ

ডঃ মহোৎসব মণ্ডল (বিভাগীয় প্রধান)
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
এমএসসি, পিএইচডি (সাহা ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স)
স্পেশালাইজেশন - হাই এনার্জি ফিজিক্স

ডঃ তন্ময় দাস
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
এমএসসি, পিএইচডি (টাটা ইন্সটিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ, মুম্বাই)
স্পেশালাইজেসন - নন লিনিয়ার ডাইনামিকস

ডঃ সুশোভন লালা
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
এমএসসি, পিএইচডি (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)
স্পেশালাইজেসন - মেটেরিয়াল সায়েন্স

রসায়ন বিভাগ

২০১৫ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই কলেজে রসায়ন বিভাগের যাত্রা শুরু। বিভাগে ছয় সেমেস্টারের অনার্স কোর্স চালু আছে। বর্তমান সিবিসিএস অনুযায়ী এখানে আসন সংখ্যা ১৫। অনুষদ সদস্যরা সকলে দায়িত্ব সচেতন। বিভাগে ভালো ল্যাবরেটরি আছে। বিভাগের শিক্ষাগত উৎকর্ষের নমুনা এর পঠন পাঠন এবং বিভিন্ন গবেষণা পত্র প্রকাশ।

শিক্ষকরা প্রতিনিয়ত উন্নতির চেষ্টা করেন এবং রসায়ন-বিশ্বের সাম্প্রতিক উদ্ভাবন ও পরিবর্তনের বিষয়ে সর্বদা ওয়াকিবহাল থাকেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়ের মূল্ বপন করার কাজেও তাঁরা সদা সচেষ্ট। অনুষদ সদস্যরা শিক্ষাগত দিক থেকে প্রচলিত রসায়নের সাথে সাথে আন্তঃ বিষয় ক্ষেত্রতেও পারদর্শী। বিভাগে উৎসুক এবং অনুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থীদের জন্য বিভাগীয় সেমিনার ও কুইজ এর আয়োজন হয়। শ্রেণি শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী – শিক্ষক বলিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং পাঠদান আরও মজবুত হয়। অনুষদ সদস্যরা কোর্স এবং পাঠক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেন। অনুষদ সদস্যরা নিজেদের রসায়ন, বিজ্ঞান, পেশা সুযোগ এবং দর্শনের সৃজনশীল আলোচনায় নিজেদের নিয়োজিত রাখে। সময়ের সাথে সাথে অনুষদ সদস্যদের অবিরাম কাজে বিভাগের বৃদ্ধি হচ্ছে।

বিভাগীয় সদস্যঃ

ডঃ সৈকত খামারুই (বিভাগীয় প্রধান)
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
এমএসসি, পিএইচডি (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

ডঃ পর্ণজ্যোতি কর্মকার
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
এমএসসি, পিএইচডি (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)

শ্রী স্বপ্নদীপ মণ্ডল
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
এমএসসি (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)

গ ণি ত বি ভা গ

গণিত বিভাগ

পূর্ব বর্ধমানের গ্রামীণ এলাকার এই নবীন কলেজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণিত বিভাগ ২০১৫ সাল থেকে বিএসসি অনার্স এবং বিএসসি জেনারেল কোর্স পড়াচ্ছে, সাথে রয়েছে এর তরুণ, নিবেদিতপ্রাণ অনুষদ সদস্যরা। বিভাগে শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্কই মুখ্য। অধ্যাপকরা শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে পাঠক্রমের কাজ এগিয়ে নিয়ে যান। বিভাগটি এর পাঠদান এবং উপদেষ্টা গুণের জন্য পরিচিত। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজে উৎসাহ দেওয়া হয়, অধ্যাপকদের কাছ থেকে শিখতে, তাঁদের পাশে থেকে কাজ করতে এবং নতুন ভাবনা উপলব্ধিতে ও বুদ্ধিদীপ্ত ভূমিকা নিতে। এখানে মুক্ত এবং নিয়মমাফিক চিন্তাকে দর্পণে দেখা হয়। বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিভাগের বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল এখানে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা হয়, চিন্তাভাবনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়, ইস্যুগুলোকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করবে যখন শিক্ষার্থী এখানে তার নিম্ন স্নাতক কোর্স পড়বে। এই অতিমারীর সময়ে বিভাগীয় পঠন পাঠন কাজকে বিভিন্ন ভার্চুয়াল মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

বিভাগীয় সদস্যঃ

প্রফেসর (ডঃ) কৃষ্ণেন্দু দত্ত
অধ্যক্ষ,
স্পেশালাইজেশন- টপোলজি, রিয়াল- অ্যানালিসিস
এমএসসি, পিএইচডি
(কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

ডঃ দিবাকর মণ্ডল
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
স্পেশালাইজেশন - ফ্লুয়িড মেকানিকস এমএসসি, পিএইচডি
(যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

ডঃ মণিশঙ্কর মণ্ডল (বিভাগীয় প্রধান)
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
স্পেশালাইজেশন- এমএইচডি এবং ফ্লুয়িড মেকানিক্স
এমএসসি, পিএইচডি
(বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)

শ্রী তন্ময় মিত্র
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
স্পেশালাইজেশন - ফাংশনাল অ্যানালিসিস
এমএসসি (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)

শি
ক্ষা
বি
ভা
গ

শিক্ষা বিভাগ

কলেজের সূচনা থেকে এই বিভাগে ছয় সেমেস্টারের বিএ (অনার্স এবং জেনারেল) কোর্স পড়ানো হয়। গুণমানসম্পন্ন এবং নিবেদিতপ্রাণ অনুষদ সদস্যরা বিভাগকে পড়াশোনার কেন্দ্র করে তুলেছেন। বিভাগ শিক্ষাগত পরামর্শ ও নির্দেশনা দেওয়ার সাথে সাথে সমাজ এবং আন্তর্জাতিক চাহিদার কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করে।

সাম্প্রতিক তথ্য এবং জ্ঞানের সাথে সমতা রেখে কলেজ লাইব্রেরিতে উপযুক্ত বই এবং জার্নাল আছে। বিভাগ সর্বদা পাঠক্রম, শিখন শিক্ষণ এবং মূল্যায়নের জায়গায় উন্নতির চেষ্টা করে যাতে শিক্ষার্থীদের উৎকৃষ্ট শিক্ষা দেওয়া যায়। বিভাগের পাঠক্রমিক এবং সহ পাঠক্রমিক স্তরে ফলাফল ভালো।

বিভাগীয় সদস্যঃ

শ্রীমতী নীতু ছেত্রী(বিভাগীয় প্রধান)
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
এমএ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

ডঃ রাখী ভট্টাচার্য
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
স্পেশালাইজেশন - শিক্ষা প্রযুক্তি, শিক্ষাগত পরিমাপ ও মূল্যায়ন
এমএ, বিএড, পিএইচডি (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

আমির হোসেন
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
এমএ (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

শেখ ইমরান পারভেজ
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
এমএ, বিএড, এম ফিল (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

দর্শন বিভাগ

দর্শন বিভাগ

২০১৫ সালে কলেজের সূচনা থেকে দর্শন বিভাগ সমাজে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দেওয়ার কাজে নিয়োজিত আছে। বর্তমানে কেবলমাত্র অনার্স কোর্স পড়ানো হয়, তবে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে সাধারণ কোর্সও চালু হবে।

দর্শনের বেশির ভাগটাই প্রায়োগিক। এর কারণ দর্শনের পরিসর বিস্তীর্ণ। দর্শন প্রকাশ এবং যোগাযোগ ক্ষমতা বিকাশে সহায়ক। এটা আত্মপ্রকাশের বিষয়এখানে অনুষদ সদস্যরা শিক্ষার্থীদের সুগঠিত সিস্টেমেটিক পদ্ধতিতে ধারণা উপস্থাপনে সাহায্য করে।

বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপিকারা অত্যন্ত পারদর্শী, তাঁরা শিক্ষার্থীদের পঠন পাঠন বিকাশের কাজে সাহায্য করবেন।

বিভাগের মূল লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের ‘ মানুষ ‘ হতে শেখানো আর এই লক্ষ্যতে পৌঁছাতে দর্শনের জ্ঞান মূল হাতিয়ার। শিখন অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করতে বিভাগ পাঠাগারটিকে দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের বইয়ে ভরিয়ে তুলেছে।

বিভাগীয় সদস্যঃ

শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা মাইতি দাস (বিভাগীয় প্রধান)
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
এমএ (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

শ্রী সুশোভন দেব বর্মণ
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
এমএ, এমফিল (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

শ্রী মানিক কিস্কু
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
এমএ (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)

ই
তি
হা
স
বি
ভা
গ

ইতিহাস বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত এই কলেজে ইতিহাস বিভাগে অনার্স এবং জেনারেল কোর্স পড়ানো শুরু হয় ২০১৫ সাল থেকে। অনার্স কোর্সে শিক্ষার্থী ধারণ ক্ষমতা ৩১। অনুষদ সদস্যরা সর্বত চেষ্টা করেন শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমিক চাহিদা পূরণের এবং তাদের ব্যক্তিগত বিকাশের। সিবিসিএস মেনে প্রতিটি সেমেস্টারে শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফল বিভাগকে গর্বিত করে আমাদের শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ আমাদের লক্ষ্য এবং এক্ষেত্রে ইতিহাস পঠন পাঠন শিক্ষাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে ও ক্রিটিক্যাল চিন্তনে সাহায্য করে।

বিভাগে ইতিহাসের চিরাচরিত পঠন পাঠনের সাথে সাথে নতুন উদ্ভূত আন্তঃ বিষয় আলোচনার প্রতিও নবীনদের উৎসাহ দেওয়া হয়। আধুনিক বিশ্বে যেখানে অন্তর্ভুক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেখানে আমাদের প্রাচীন সমাজ কীভাবে মানবিক যুক্ত ছিল এবং ভবিষ্যৎ কীভাবে মানবিক থাকতে পারে তার মূল্যবান আলোচনা করেন অনুষদ সদস্যরা।

বিভাগের লক্ষ্য স্বল্প এবং বৃহত্তর পরিসরে ভবিষ্যতের বৌদ্ধিক আদানপ্রদান এবং মানব অভিজ্ঞতাকে ইতিহাসের আলোকে তুলে ধরা।

বিভাগীয় সদস্যঃ

শ্রী প্রণব মিস্ত্রি (বিভাগীয় প্রধান)
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
এমএ, বিএড, এমফিল

শ্রী কৌশিক চক্রবর্তী
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
এমএ, এমফিল

বাংলা বিভাগ

বাংলা বিভাগ

কলেজের জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা বিভাগের যাত্রা শুরু। বিভাগে অনার্স এবং সাধারণ কোর্স সফলভাবে পড়ানো হয়। পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত সিবিসিএস পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয়।

সাহিত্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে একাত্মতা, সহানুভূতি, আনুগত্য এবং দায়িত্ববোধ ও মূল্যবোধ জাগ্রত করে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিবিড় পাঠ প্রদান করা হয় এখানে। শিক্ষার্থীদের নিজেদের বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা অর্জনের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয় অ্যাকাডেমিক আলোচনা ও পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে। পাঠ সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মতামত প্রকাশের পথেই তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে।

বিভাগের সদস্যরা শিক্ষার্থীদের পড়ানো এবং তাদের মনের বিকাশের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। শ্রেণীকক্ষের ভিতরের এবং বাইরের কার্যকলাপ তাদের প্রতিভা প্রকাশ, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং চরিত্র গঠনে সাহায্য করছে। শিখনের সামগ্রিকতার ভাবনা শিক্ষার্থীদের চরিত্রের সব দিকগুলোর বিকাশকে নিশ্চিত করে যা ফলপ্রসু এবং সর্বাঙ্গীণ শিখনের জন্য জরুরি।

বিভাগীয় সদস্যঃ

ডঃ বিদ্যুৎ কুমার দাস (বিভাগীয় প্রধান)
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
এমএ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), পিএইচডি (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

ডঃ সুব্রত দাস
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
এমএ, পিএইচডি (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

শ্রীমতী শীলা রাণী বসাক
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
এমএ (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

ইংরেজি বিভাগ

ইংরেজি বিভাগ

২০১৫ সালে এই কলেজে ইংরেজি বিভাগের যাত্রা শুরু। বর্তমানে ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় সদস্য রূপে আছেন সাহিত্যের ইতিহাস ও শিল্পক্ষেত্রের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী তিনজন অভিজ্ঞ অধ্যাপক-অধ্যাপিকা। অ্যাকাডেমিক পাঠ্যক্রমের সীমানা ছাড়িয়ে এই বিভাগ ছাত্র-ছত্রীদের মন ও মননের পরিচর্যায় সর্বদা নিয়োজিত। কলেজের গ্রন্থাগারে ইংরেজি সাহিত্যের প্রচুর টেক্সট ও রেফারেন্স বই ছাত্র-ছত্রীদের জ্ঞানের তৃষ্ণা বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। বিভাগের বিদ্যার্থী ও শিক্ষকদের উষ্ণ-আন্তরিক সম্পর্ক পড়াশোনার এক সুস্থ পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে। বিদ্যাচর্চার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস ও কর্মকুশলতার অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ইউথ পার্লামেন্ট, বিতর্ক সভা ও নানান ক্ষেত্রে তাদের প্রতিভার ছাপ রেখেছে।

বিভাগীয় সদস্যঃ

শ্রী অনির্বাণ ব্যানার্জী (বিভাগীয় প্রধান)
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
এমএ (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)

শ্রীযুক্তা সুদেষ্ণা সোম
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
এমএ (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)

শ্রীযুক্তা অদিতি সরকার
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
এমএ (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)

সংস্কৃত বিভাগ

সংস্কৃত বিভাগ

ভারতীয় সভ্যতা ও ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সংস্কৃত সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা না থাকলে প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানচর্চা অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে। ২০১৫ সালের ১৩ জুলাই বি.এ. অনার্স এবং বি.এ. জেনারেল কোর্সের পঠনপাঠনের মধ্যে দিয়ে আমাদের কলেজের সংস্কৃত বিভাগের যাত্রা শুরু হয়েছে।

বিভাগের সদস্যরা একত্রিতভাবে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এক নিবিড় মানবিক বন্ধনে আবদ্ধ। নিয়মিত শ্রেণিপাঠদান, ক্লাস টেস্ট, ও আলোচনার মাধ্যমে একটি সুন্দর ছাত্র-বান্ধব শিক্ষার পরিমণ্ডল গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।
বিদ্যাচর্চার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস ও কর্মকুশলতার অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়। অধ্যাপকরা শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে পাঠক্রমের কাজ এগিয়ে নিয়ে যান। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজে উৎসাহ দেওয়া হয়।
নিয়মিত বিভিন্ন সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে বিদ্যার্থীদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকেরা সর্বদা উৎসাহ প্রদান করেন। একজন সুনাগরিক তৈরির আদর্শ সামনে রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভবিষ্যতের শিক্ষকসুলভ দক্ষতার সঞ্চার ঘটানো আমাদের লক্ষ্য।

বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন সৃজনাত্মক কার্যক্রমে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করে। তারা নিয়মিত সঙ্গীত, আবৃত্তি চর্চা করে। বিভাগ থেকে দেওয়াল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। কলেজের গ্রন্থাগারে থাকা সংস্কৃত বিষয়ের প্রচুর বই রয়েছে, যা তাদের জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারিত করে চলেছে।

বিভাগীয় সদস্যঃ

ড. চিরঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় (বিভাগীয় প্রধান)
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
এমএ বি.এড., পিএইচডি

ড. সেখ আশরাফ আলি
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
এমএ এম.ফিল. , পিএইচডি

শ্রী কার্তিক মেটে
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,
এমএ এম.ফিল.

স্টুডেন্ট কর্নার

- CBCS পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে পঠন-পাঠনের সুবন্দোবস্ত রয়েছে।
- CBCS পাঠ্যক্রমের উপযোগী প্রচুর পাঠ্যবই এবং রেফারেন্স বইয়ের সম্ভারে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার।
- উন্নত স্মার্ট ক্লাসরুমের সমাহার।
- বিজ্ঞান বিষয়ের প্রাক্টিক্যাল ক্লাসের জন্য উন্নতমানের গবেষণাগার রয়েছে।
- কম্পিউটার নির্ভর ITC-র দক্ষতা প্রদাণের জন্য একটি নতুন 'কম্পিউটার স্কিল এনহেন্সমেন্ট ল্যাবরেটারি' তৈরি করা হয়েছে।
- অন্যান্য কলেজের তুলনায় অত্যন্ত স্বল্প কোর্স ফি ।
- যোগ্যতামান অনুযায়ী বিভিন্ন সরকারি স্কলারশিপ-এর সুযোগ রয়েছে।
- জাতীয় সেবা প্রকল্প-র (NSS) অধীনে ছাত্র-ছাত্রীরা সামাজিক সচেতনতা ও সমাজসেবার পাঠ গ্রহণ করে।
- কলজে অবস্থিত NSOU-র মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে সার্টিফিকেট ও কোর্স করার সুযোগ রয়েছে।
- ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তার জন্য কলেজের অফিস সর্বদা প্রস্তুত।
- ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা এবং চারিত্রিক গঠনের পাশাপাশি তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের দিকে নজর রাখা হয়।
- বিভিন্ন ইনডোর ও আউটডোর গেমের সুবন্দোবস্ত রয়েছে এখানে। এই কলেজের একটি বিরাট সবুজ খেলার মাঠ এবং বিভিন্ন ক্রীড়া-সরঞ্জাম রয়েছে।

গ্রন্থাগার

স্টুডেন্ট কর্নার

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক অপরিহার্য অঙ্গ – গ্রন্থাগার। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের যথাযথ ব্যবহারই বলে দেয় সেই প্রতিষ্ঠানের আকাশ ছোঁয়ার প্রবণতা । একারণেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, যে "আমি শুধু শ্রেণীকক্ষেই থাকিনি। আমি গ্রন্থাগারকেও বেছে নিই।" এই প্রতিষ্ঠানে আমরা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছি যাতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গ্রন্থাগারে পড়াশুনা করার অভ্যাস তৈরি হয়। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা বড় অংশ প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। সেই কারণে গ্রন্থাগারের ব্যবহার তাদের নতুন পথের দিশা দেখাবে।

- ❑ গ্রন্থাগার তাদের আত্মবিশ্বাসকে উদ্দীপিত করবে।
- ❑ শিক্ষার প্রকৃত অর্থকে প্রসারিত করবে।
- ❑ আগামি দিনের গবেষককে জন্ম দেবে।
- ❑ শিক্ষার মধ্যে আনন্দ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

গ্রন্থাগার কোনও ভেদভাব ছাড়াই জ্ঞানার্জনে সাহায্য করে। যে কোনও জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থী তার যা কিছু জাতব্য বিষয় সে গ্রন্থালয় থেকে পেতে পারে। বর্তমানে আমাদের গ্রন্থাগারে **৮৬৪৪** টি বই আছে। প্রচলিত CBCS পদ্ধতির পাঠ্যক্রমের সাথে সাযুজ্য রেখে কলেজ গ্রন্থাগারটি নতুন করে সাজানো হয়েছে এবং এখন হাজারেরও বেশি CBCS পদ্ধতির সিলেবাসের প্রাসঙ্গিক বই মজুত আছে। গ্রন্থাগারের উপসমিতির সদস্যবৃন্দ ও বিভাগীয় অধ্যাপকেরা সকলেই সাম্প্রতিকতম তথ্য সংযোজন করে গ্রন্থালয়কে সমৃদ্ধ করেছেন। অভিজ্ঞ গ্রন্থাগার কর্মীবৃন্দ ছাত্রছাত্রীদের সবসময় আন্তরিক পরিষেবা দিয়ে চলেছেন। গ্রন্থালয়ে কম্পিটারের ব্যবস্থা আছে এবং শীঘ্রই বিশেষ ডিজিটাল ক্যাটালগিং এর ব্যবস্থা করা হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে অনলাইন ক্লাস ও ই-লার্নিং এর কথা মাথায় রেখে আমরা অনলাইনে বিভিন্ন বইপত্র, স্টাডি মেটিরিয়াল, বক্তৃতা প্রভৃতির লিঙ্ক প্রদান করছি। এই কলেজ সাফল্যের সঙ্গে **N-LIST (National Library and Information services Infrastructure for Scholarly Content)** এর মেম্বারশিপ অর্জন করেছে। ফলে ভবিষ্যতে এই কলেজের বিদ্যার্থীরা **N-LIST-** এর মাধ্যমে বৈদ্যুতিন বই ও তথ্য ব্যবহার করার সুযোগ পাবে। গ্রন্থাগারের বই ও জার্নাল ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা প্রশস্ত পাঠকক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন রকমের রেফেরেন্স বই ও বৃত্তিমূলক গাইড বই এর বিপুল সমাহার রয়েছে এখানে।

স্টুডেন্ট কর্নার

I C T নির্ভর পড়াশোনা

স্মার্ট ক্লাসরুম

আমাদের কলেজে স্মার্ট ক্লাসরুমের ব্যবস্থা আছে এবং সেখানে ছাত্র ছাত্রীদের উৎসাহিত ও মনোযোগী করার জন্য প্রোজেক্টর, স্মার্ট বোর্ড, অডিও সাউণ্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে । এই স্মার্ট ক্লাসরুম ICT প্রবর্তিত পঠনপাঠন পদ্ধতির সাথে পারম্পরিক চক ডাস্টার নিয়ে পঠনপাঠন কলা ব্যবহারের সুবর্ণ সুযোগ করে দেয়। উদ্ভাবনী পদ্ধতি ও সুদক্ষ প্রযুক্তির মেলবন্ধন সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকার শিক্ষা সংক্রান্ত অগ্রগতির সাথে সাথে ছাত্রছাত্রীদের পর্যাপ্ত রিসোর্স প্রদান করে এবং তাদের জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রতি আকর্ষিত করে। এছাড়াও এটি তাদের যে কোন বিষয় ও সমস্যা নিয়ে গভীর ভাবে অনুসন্ধান ও চিন্তনের সামর্থ্যকে পুষ্ট করে, নতুন ধারণা, উদ্দেশ্য প্রদান করে, এবং একটি ফলপ্রসূ ইন্টারেক্টিভ সেশনে তাদের নিযুক্ত করে।

প্রেক্ষাগৃহ

এই কলেজে ১২০ আসন বিশিষ্ট একটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহ বা অডিটরিয়াম আছে। ছাত্রদের সুবিধার্থে এখানে আধুনিক অডিও-ভিসুয়াল যন্ত্র সহযোগে বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পসিয়া ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। বিখ্যাত ও প্রাজ্ঞ গবেষক, শিক্ষক, বক্তাদের সুচিন্তিত সম্ভাষণে এই মঞ্চ বারবার মুখরিত হয়েছে।

ল্যা ব রে টা রি

স্টুডেন্ট কর্নার

ল্যাবরেটারি : (বিজ্ঞান ও কম্পিউটার)

- পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে রয়েছে অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি এবং CBCS সিলেবাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি উন্নতমানের কম্পিউটার ল্যাবরেটারি।
- CBCS পাঠ্যক্রমের প্রয়োজন অনুসারে রসায়ন বিভাগের আধুনিক সরঞ্জামাদি সহ একটি পরীক্ষাগার রয়েছে।
- গণিত বিভাগের একটি পৃথক কম্পিউটার পরীক্ষাগার রয়েছে যা উন্নত প্রজন্মের কম্পিউটারের সাথে সজ্জিত।
- এগুলি ছাড়াও, বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশ থেকে আসা প্রিয় শিক্ষার্থীদের কম্পিউটারের প্রাথমিক জ্ঞান প্রদানের লক্ষ্যে আমাদের কলেজে একটি নতুন কম্পিউটারের ল্যাব খোলা হয়েছে।

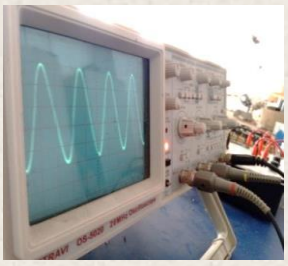

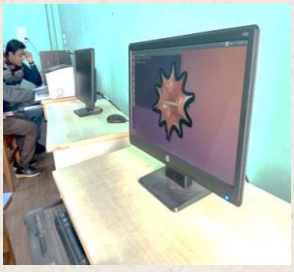

অ্যাড অন কোর্স

স্টুডেন্ট কর্নার

অ্যাড অন কোর্স

- প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কলেজ ইতিমধ্যে দুটি অবৈতনিক (বিনামূল্যে) অ্যাড অন কোর্স চালু করেছে। স্বল্প সময়ে অত্যন্ত যত্ন সহকারে কোর্সের বিষয় সুচারুভাবে বিদ্যার্থীদের সামনে উপস্থাপনের ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। এই কোর্স দুটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত। কোর্স শেষে সফল ছাত্র-ছাত্রীদের 'কোর্স কমপ্লিশন সার্টিফিকেট' দেওয়া হবে।
- কোর্স - ১ : কমিউনিকেটিভ এণ্ড ফাংশানাল ইংলিশ
- এই কোর্সটিতে চারটি বেসিক ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে : শ্রবণ, কথপোকথন, পঠন এবং লিখন। ইংরেজি ভাষার গ্রামার (ব্যাকরণ), ভোকাবুলারি (শব্দভাণ্ডার), ফোনেটিকসের (উচ্চারণ পদ্ধতি) চর্চা ও অনুশীলন করা হয়।
- কোর্সের সময়কাল : ৩০ ঘণ্টা

- কোর্স - ২ : বেসিক কম্পিউটিং : এই কোর্সটিতে কম্পিউটারের বেসিক নলেজ, মাইক্রোসফট অফিস এবং ইনফরমেশন টেকনলজির বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।

  কোর্সের সময়কাল : ৩৬ ঘণ্টা

.

স্টুডেন্ট কর্নার

ক্রীড়া ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বিভিন্ন ইনডোর ও আউটডোর গেমস বা বিভিন্ন খেলার সুবন্দোবস্ত রয়েছে এই কলেজে। কলেজের স্পোর্টস রুমে ক্যারাম, দাবা, ইত্যাদি ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা রয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসে ব্যাডমিন্টন এবং ভলির বল কোর্টও রয়েছে। কলেজে বিভিন্ন রানিং এবং জাম্পিং ইভেন্টগুলির নিয়মিত অনুশীলনের সুযোগ রয়েছে। কলেজের নিজস্ব খেলার মাঠে প্রতি বছর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। দৌড় প্রতিযোগিতা, লম্ফন এবং নিক্ষেপের মতো ইভেন্ট গুলি আয়োজিত হয়।এছাড়াও কলেজটি বিভিন্ন আন্তঃ কলেজের ক্রীড়া ইভেন্টে অংশ নেয়।কলেজ বার্ষিক ক্রীড়া চলাকালীন তার ছাত্রদের মধ্যে পুরষ্কার এবং শংসাপত্র বিতরণ করে।

কোভিড পরিস্থিতিতে এই মহাবিদ্যালয় 'অনলাইন স্পোর্টসের' (যেমন স্পোর্টস কুইজ, গল্প বলা প্রতিযোগিতা, শব্দছক, যোগব্যায়াম, ইত্যাদি) আয়োজন করেছে। বর্তমানে কলেজ ক্যাম্পাসে পুনরায় পঠন-পাঠন শুরু হওয়ায় কলেজ এক অন-ক্যাম্পাস বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। ১০০ মিঃ দৌড়, ৪০০ মিঃ দৌড়, রিলে রেস, শটপাট, ডিসকাস থ্রো, জ্যাভেলিন থ্রো, ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে ।

স্টুডেন্ট কর্নার

সেবামূলক কার্যক্রম

- কলেজ এনএসএস ইউনিটটি ২০১৭ সালে খোলা হয়েছে ।
- শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে নিয়মিত কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
- যেমন এইচআইভি সচেতনতামূলক কর্মসূচি, সংবিধান দিবস পর্যবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, স্বচ্ছতার কর্মসূচি, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সচেতনতা কর্মসূচী ইত্যাদি ।
- এই অতিমারির পরিস্থিতিতে কলেজ শিক্ষার্থীরা স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী, স্যানিটাইজেশন উপকরণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে। এইভাবে NSS এর সক্রিয় সদস্য হিসেবে তারা সমাজ সেবার কাজে ব্রতী হয়েছে।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

স্টুডেন্ট কর্নার

সাংস্কৃতিক এবং অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম

১. ২২/০৭/২০২১ – ওয়েবিনার – বাংলা সাহিত্যচর্চার নান্দনিক অভিমুখ।
২. ১৫/০৮/২০২১ – ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন।
৩. ২৮/০৮/২০২১ – সংস্কৃত বিভাগ আয়োজিত রাজ্যস্তরের বক্তৃতামালা
৪. ১৮/০৯/২০২১ – গ্লিম্পস অফ ম্যাথমেটিকস ইন এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া
৫. ২৯/০৯/২১২১ - 30.09.2021 – সংস্কৃত বিভাগ আয়োজিত ন্যাশনাল ওয়েবিনার অন কনসেপ্ট অফ মুক্তি ইন ইণ্ডিয়ান ফিলজফি অ্যান্ড লিটারেচার।
৬. ০১/০১/২০২২ – ০৭/০১/২০২২ – স্টুডেন্টস উইক পালন (আঁকা এবং প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান)
৭. ২৩/০১/২০২২ – ‘স্মরণে-বরণে-মননে নেতাজী’ – নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন।
৮. ০৬/০২/২০২২ – সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে সঙ্গীত এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। ৯. ২১/০২/২০২২ – বাংলা বিভাগের পরিচালনায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন।
১০. ২৬/০৪/২০২২– সেমিনার – উইমেন অফ ২১ সেঞ্চুরি – ইস্যু এণ্ড চ্যালেঞ্জস ।

সাংস্কৃতিক মাইল ফলক

১. আমাদের শিক্ষার্থীরা ২০১৯-২০ আন্তঃ কলেজিয়েট সংস্কৃতি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে এবং যথাক্রমে গান ও নাচের ক্ষেত্রে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে।
২. আমাদের শিক্ষার্থীরা মক যুব সংসদ সংসদ প্রতিযোগিতা, 2019-20 এ অংশ নিয়েছে এবং স্বতন্ত্র মেধায় তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে।
।৩. আমাদের শিক্ষার্থীরা হুগলি মহিলা কলেজ 2019-20 এ অনুষ্ঠিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে এবং দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে।

অনলাইন স্টাডি

অতিমারির বিপর্যয় ও পঠন-পাঠন

কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন একাডেমিক ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কলেজ কর্তৃক বিভিন্ন অনলাইন শিক্ষণ শিখন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল:

❑শিক্ষার জন্য গুগল ওয়ার্ক স্পেসের মাধ্যমে এলএমএস (লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) বাস্তবায়ন।
❑ কলেজ ডোমেনের মাধ্যমে সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য ডেডিকেটেড ওয়ার্কস্পেস আইডি তৈরি।
❑বক্তৃতা রেকর্ডিং অ্যাক্সেস সহ গুগল শ্রেণিকক্ষে অনলাইন ক্লাস পরিচালনা
❑ Study materials এবং বক্তৃতা নোটগুলির ভাণ্ডার হিসাবে গুগল শ্রেণিকক্ষ ব্যবহার।
❑ই-লার্নিংয়ের সংস্থানগুলি ভাগ করতে এবং অনলাইন পরীক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য কলেজের একটি নিবেদিত ই-লার্নিং পোর্টালও রয়েছে।
❑ভার্চুয়াল ল্যাব এবং FOSSEE ব্যবহার করে ল্যাব পরীক্ষাগার পরিচালনা করা হয়।
❑ রেজিস্ট্রেশন কৃত SMS এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ।
❑সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রমটি পড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষকগণ প্রয়োজন অনুসারে অতিরিক্ত টিউটোরিয়াল, প্রতিকার ও ব্যবহারিক প্রয়োগ করেন।
❑বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত পরীক্ষা ও মূল্যায়নের মোড ছাড়াও, শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের ভুল ত্রুটি সনাক্ত করতে গঠনমূলক মূল্যায়নের আশ্রয় নেন।
❑সেমিস্টার শেষের অনলাইন পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করতে অনলাইন মক পরীক্ষা নেওয়া হয়।

অতিমারির বিপর্যয় ও পঠন-পাঠন

নিয়মিত ক্লাসরুমের ক্রিয়াকলাপের বাইরে জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি করার জন্য কলেজ নিয়মিত সেমিনার আয়োজন করে। COVID-19 এর মহামারী ছড়িয়ে পড়ার কারণে, গত বছর অনলাইনে বিভিন্ন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

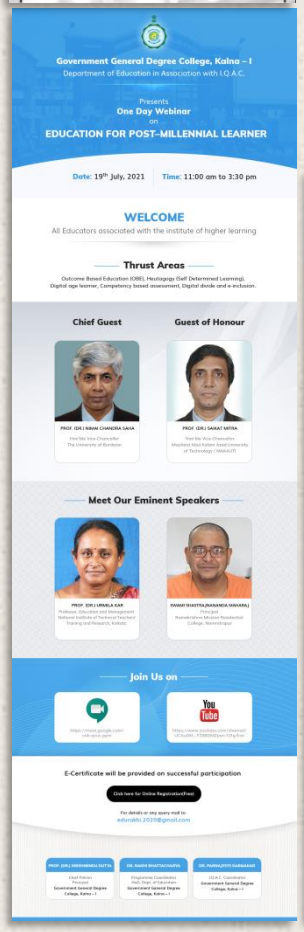

সবুজ ও পরিচ্ছন্নতা

সবুজ প্রাঙ্গণ ও পরিচ্ছন্নতা

- স্থিতিশীল জীবনযাপন ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য এক অপরিহার্য পন্থায় পরিণত হয়েছে।সুতরাং, শিক্ষা তরুণ শিক্ষার্থীদের পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং "সবুজ নাগরিক" হয়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সবুজ ক্যাম্পাস সেই দিকের দিকে এমন একটি উদ্যোগ।
- GGDC কালনা -১ সচেতনতা তৈরি, জ্ঞান ভাগাভাগি এবং পরিবেশ বান্ধব পরিবেশ জাগ্রত করে "গ্রিন ক্যাম্পাস" তে মনোনিবেশ করে।কলেজ প্রশাসন দৈনন্দিন জীবনের চর্চায় পরিবেশবাদ বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।
- কলেজ কর্তৃপক্ষ বিকল্প জ্বালানী সংস্থান, বৃষ্টির জল সংগ্রহ, পুনরায় ব্যবহার এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ব্যবহার করতে চায়। বর্তমানে, আমাদের কাছে একটি সবুজ কলেজ ক্যাম্পাস রয়েছে যা একটি "প্লাস্টিক মুক্ত অঞ্চল"
- NSS এর সহযোগিতায় সচেতনতা কর্মসূচী, বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে মিথস্ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ অবস্থানের কারণে, শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে প্রকৃতি এবং এর সৌন্দর্যের প্রতি ইতিবাচক সখ্যতা রয়েছে। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবুজ ক্যাম্পাসের ধারণাকে স্থিতিশীল "গ্রিন লোকালিটি" হিসাবে প্রসারিত করার জন্য এই সমস্ত মানব সম্পদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করার অপেক্ষায় রয়েছে।

প রি বে শ ভা ব না

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে কলেজে ০৫.০৬.২০২১ তারিখে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি এক্সটেম্পো এবং পোস্টার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল।

শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে, প্রতিটি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

Government General Degree College, Kalna-I
Government of West Bengal
Muragacha, Medgachi, Purba Bardhaman-713405
Website: www.ggdck.ac.in; E-mail: govt.collegekalna1@gmail.com
Celebrates in association with IQAC, GGDC, Kalna-I

WORLD ENVIRONMENT DAY, 2021

World Environment Day is celebrated across the world on 5th June in order to create awareness amongst people about the importance of preserving nature and environment. On this occasion our College is going to organise a virtual extempore /short speech competition among students on 05.06.2021 at 6 PM. Interested students should enrol their names through below mentioned link. Maximum participation is expected from students to make the event fruitful.

Topic: Unique ideas that associates an eco-friendly life style especially during this pandemic.
Extempore competition platform: Google Meet
Link for enrolment in extempore /short speech competition:
https://forms.gle/k3pdU7ELCv32D8zq7
Last date for enrolment: 02.06.2021
Duration: Each participant will be given **maximum** five minutes to deliver the speech.
Medium of speech: Bengali only.
Result announcement: 07.06.2021
NB: Winners will get certificate of appreciation and e-certificate will be given to all participants.

Sd/-
Principal
Government General Degree College, Kalna-I

N
S
O
U

নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (NSOU)

নেতাজি সুভাষ ওপেন বিশ্ববিদ্যালয়(NSOU) ভারতের একটি প্রিমিয়ার স্টেট ওপেন বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১৬ সাল থেকে আমাদের কলেজে NSOU-র একটি স্টাডি সেন্টার রয়েছে।
স্নাতকোত্তর স্তরের এখানে নিম্নলিখিত কোর্সে ভর্তির সুযোগ রয়েছে:

1. Post Graduate Programme in Bengali (PGBG), English (PGEG), History (PGHI), Education (PGED), Mathematics (PGMT), Political Science (PGPS), Public Administration (PGPA), Public Relations & Advertising(PR&AD).
2. English Language Teaching (ELT),
3. Master of Social Work (MSW),
4. Master of Library and Information Science (MLIS),
5. Bachelors of Library and Information Science (BLIS),
6. Journalism and Mass Communication (JMC).

বিভিন্ন ভোকেশনাল কোর্স যেমন 'আমরা পারি' (মহিলা শিক্ষা) এবং বিভিন্ন শংসাপত্র কোর্স (সময়কাল: ছয় মাস) এর সুযোগ রয়েছে এখানে। ।একজন ছাত্র তার নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সময় 'আমরা পারি' কোর্সে ভর্তি হতে পারে।

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

প্রাসঙ্গিক তথ্য

প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য

AQAR প্রস্তুতি

আমরা ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের AQAR তৈরি করে ফেলেছি, যা NAAC এর দ্বারা কলেজের মূল্যায়নের অন্যতম পূর্ব শর্ত। আমরা দ্রুত আমাদের কলেজকে NAAC এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করার কাজে আগ্রহী। ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের AQAR প্রস্তুতির কাজ চলেছে।

NPTEL আঞ্চলিক অধ্যায় এবং N-List মেম্বারশিপ

আমরা গর্বিত যে, আমাদের কলেজ SWAM এর মাধ্যমে NPTEL এর আঞ্চলিক অধ্যায়ভুক্ত হয়েছে। এই কলেজ সাফল্যের সঙ্গে **N-LIST (National Library and Information services Infrastructure for Scholarly Content)** এর মেম্বারশিপ অর্জন করেছে। ফলে ভবিষ্যতে এই কলেজের বিদ্যার্থীরা **N-LIST-** এর মাধ্যমে বৈদ্যুতিন বই ও তথ্য ব্যবহার করার সুযোগ পাবে।

ভর্তির ফিস হ্রাস

আঞ্চলিক আর্থিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে আমাদের কলেজ আগামী সেমিস্টারের ভর্তির ফিস হ্রাস করেছে। যেমন কলেজের সেশনাল ফিস মুকুব করা হয়েছে।

সহজ সরল পদ্ধতিতে ফর্ম ফিলাপ ও ভর্তির ব্যবস্থা

কলেজে অনলাইনে খুব সহজ ও ঝামেলামুক্ত ফর্ম ফিলাপ এবং ভর্তির ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। ছাত্ররা নিজেদের পছন্দের বিষয় দেখে নেওয়া, ফোন নম্বর পালটানো আর অনলাইনে বেতন দেওয়ার মতো কাজ খুব সহজেই ঘরে বসে কারো সাহায্য ছাড়াই করে ফেলতে পারবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তথ্যের ভাণ্ডার

ছাত্ররাই যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরুদণ্ড। তাই তাদের বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণের জন্য কলেজ অনলাইনে একটি তথ্য ভাণ্ডার এবং সফটওয়্যার তৈরির কাজ শুরু করেছে।

ভবিষ্যৎ -মুখী শিক্ষার ব্যবস্থা

শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ-মুখী শিক্ষার বিষয়টির প্রতি নজর রেখে পাঠ-পরিকল্পনা, পাঠ্যক্রম তৈরি, মূল্যায়ন-এর ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে এখানে।

সৌরবিদ্যুৎ-এর জন্য সোলার প্যানেল স্থাপন

প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহারের বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান এবং বিদ্যুৎ-ব্যয় সংকোচের জন্য কলেজ প্রাঙ্গণে সৌরবিদ্যুৎ-এর সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে।

ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট সেল (IQAC)

IQAC

কলেজে একটি সক্রিয় ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স সেল (IQAC) বা অভ্যন্তরীণ মানোৎকর্ষ নির্নায়ক কমিটি রয়েছে । শিক্ষাবিদ, ডাক্তার প্রমুখ প্রখ্যাত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এই কমিটির সদস্য।

ক্রমিক নং	IQAC-র পদাধিকারী	আধিকারিকের নাম
১.	এক্স অফিসিও চেয়ারপার্সন	ডঃ কৃষ্ণেন্দু দত্ত, অধ্যক্ষ, গর্ভমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, কালনা ১
২.	বরিষ্ঠ প্রশাসনিক আধিকারিক	ডঃ শান্তনু চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ, জি.জি.ডি.সি, সিঙ্গুর
৩.	বহিরাগত বিশেষজ্ঞ	ডঃ সঞ্জয় কুমার রায়, সহযোগী অধ্যাপক, দূর্গাপুর গর্ভমেন্ট কলেজ
৪.	বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব	ডঃ কৃষ্ণ চন্দ্র বড়াই, সুপারিন্টেনডেন্ট, কালনা হাসপাতাল
৫.	অধ্যাপক প্রতিনিধি	ক. ডঃ মনি শঙ্কর মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক, অঙ্ক বিভাগ খ. শ্রীমতী নীতু ছেত্রি, সহকারী অধ্যাপিকা, শিক্ষা বিভাগ গ. ডঃ মহোৎসব মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ ঘ. ডঃ সুব্রত দাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ ঙ. ডঃ বিদ্যুৎ কুমার দাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ চ. শ্রী অনির্বাণ ব্যানার্জী, সহকারী অধ্যাপক, ইংরাজি বিভাগ
৬.	সমন্বায়ক (কোয়ার্ডিনেটর)	ডঃ পর্ণজ্যোতি কর্মকার, সহকারী অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ

কলেজের নিয়ম ও নির্দেশাবলী

নিয়ম ও নির্দেশাবলী

- শিক্ষার্থীদের অবশ্যই কলেজের নোটিশবোর্ডে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিগুলি প্রতিনিয়ত দেখতে হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়নির্ধারিত নির্দিষ্ট উপস্থিতির হার বজায় রাখতে না পারলে পরীক্ষায় বসা যাবে না।
- চারিত্রিক শংসাপত্র, রেলেরভাড়ার জন্য ছাড়পত্র, পরিচয়পত্র প্রভৃতি পাওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের কমপক্ষে সাত (৭) দিন আগে অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে আবেদন করতে হবে।
- কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধ্যক্ষ মহাশয়ের দ্বারা নির্দেশিত নিয়মাবলীগুলি ছাত্রছাত্রীদের যথাযথভাবে পালন করতে হবে। কখনোই তা অমান্য করা যাবে না।
- কোনও ছাত্রছাত্রী অপর কোনো ছাত্রছাত্রীকে কোন ভাবেই শারীরিক বা মানসিক ভাবে নিগ্রহ করতে পারবে না। কেউ যদি এবিষয়ে দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহলে তার ভর্তি বাতিল করা হবে অথবা এক (১) বছরের জন্য কলেজ থেকে বরখাস্ত/ বহিষ্কার করা হবে।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশের উপযুক্ত এবং শালীনতা বজায় থাকবে এমন পোশাক ছাত্রছাত্রীদের পরিধান করতে হবে।
- কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের অপরাধমূলক আচারনের জন্য কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। দোষী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি বাতিল করা হবে এবং কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষ কোন কারণ প্রদর্শনে বাধ্য থাকবে না।
- কলেজে প্রবেশের সময় এবং কলেজ প্রাঙ্গণে সর্বদা ছাত্রছাত্রীদের কলেজ থেকে প্রদত্ত পরিচয়পত্র সাথে রাখতে হবে। পরিচয়পত্র কলেজের নির্দিষ্ট স্থান থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ছাত্রছাত্রীদের কলেজ চত্তর পরিষ্কার রাখতে হবে। কলেজের পরিচ্ছন্নতা এবং নিরাবতা বজায় রাখতে হবে। কলেজের করিডর, সিঁড়ি প্রভৃতি স্থানে অযথা আড্ডা দেওয়া বা জমায়েত করা যাবে না।
- যথাযথ কারণ ছাড়া ছাত্রছাত্রীরা ১৫ দিনের বেশি কলেজে অনুপস্থিত থাকলে তার ভর্তি প্রক্রিয়া বা নাম বাতিল করা হতে পারে।

ভর্তির জন্য যোগ্যতামান

মেধা সূচক

বি.এসসি. এবং বি.এ. অনার্স কোর্স

যোগ্যতামানঃ উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় মোট নম্বরের ৪৫% এবং অনার্স সাবজেক্টে ৪৫%
এগ্রিকেট নম্বর নির্ণয়ঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত মান অনুযায়ী।
মেধা নির্ণয়ের সূচক = 0.4*X+0.6*Y **X= মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর (শতাংশ হিসেবে)** **Y= Z+W** **Z= উচ্চমাধ্যমিক অথবা সমতুল পরীক্ষায় প্রাপ্ত কমপক্ষে একটি ভাষার নম্বর সহ সর্বাধিক নম্বর প্রাপ্ত পাঁচটি বিষয়ের নম্বর(শতাংশ হিসেবে)** **W=** আবেদনকৃত অর্নাস বিষয়ের নম্বর
উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল স্তরে অনার্স বিষয়ক সাবজেক্ট না থাকলে বাংলা অথবা ইংরেজির মধ্যে সর্বাধিক নম্বর প্রাপ্ত বিষয়ের নম্বর অনার্স সাবজেক্টের নম্বর হিসেবে গণ্য হবে।

বি.এসসি. এবং বি.এ. জেনারেল কোর্স

যোগ্যতামানঃ নির্ধারিত বছরের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
এগ্রিকেট নম্বর নির্ণয়ঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত মান অনুযায়ী।
মেধা নির্ণয়ের সূচক = উচ্চমাধ্যমিক অথবা সমতুল পরীক্ষায় প্রাপ্ত কমপক্ষে একটি ভাষার নম্বর সহ সর্বাধিক নম্বর প্রাপ্ত পাঁচটি বিষয়ের নম্বর(শতাংশ হিসেবে)

*** সম নম্বর বিষয়ক সমস্যা সমাধানের নীতি জানার জন্য কলেজের ওয়েবসাইট দেখতে হবে।**

*** বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডমিশন গাইডলাইন ২০২২-২৩ অনুযায়ী যোগ্যতামান নির্ধারিত।**

.

SEATS

বিভিন্ন কোর্সে আসন বিভাজন *

2022-23 শিক্ষাবর্ষ

বিষয়	জেনারেল	এসসি (২২%)	এসটি (৬%)	ওবিসি -এ (১০%)	ওবিসি -বি (৭%)	মোট
পদার্থবিদ্যা (H)	8	3	1	2	1	15
রসায়ন(H)	8	3	1	2	1	15
গণিত (H)	12	6	2	3	2	25
বাংলা (H)	17	7	2	3	2	31
ইংরেজি (H)	17	7	2	3	2	31
সংস্কৃত (H)	17	7	2	3	2	31
এডুকেশন (H)	17	7	2	3	2	31
ইতিহাস (H)	17	7	2	3	2	31
দর্শন (H)	17	7	2	3	2	31
বি.এ. (জেন)	150	60	16	27	19	272
বি.এসসি.(জেন)	12	6	2	3	2	25

PWD ক্যান্ডিডেটদের জন্য আসন সংরক্ষণঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ০৩.০৮.২০২০ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আসনের $\geq 5\%$ (ক্যাটাগরি অনুযায়ী)

* বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশিকা **2022-23** অনুযায়ী পরিবর্তন সাপেক্ষ।

কোর্স ভিত্তিক বিষয় নির্বাচন

শিক্ষাবর্ষ ২০২২-২৩

বি.এসসি.অনার্স

ক্রম	কোর কোর্স (অনার্স সাবজেক্ট)	সাবজেক্ট কমবিনেশন- জেনারেল ইলেকটিভ	
		গ্রুপ-১	গ্রুপ-২
১	ফিজিক্স (পদার্থ বিজ্ঞান)	কেমেস্ট্রি	ম্যাথম্যাটিকস
২	কেমেস্ট্রি (রসায়ন বিজ্ঞান)	ফিজিক্স	ম্যাথম্যাটিকস
৩	ম্যাথম্যাটিকস (গণিত)	ফিজিক্স	কেমেস্ট্রি

বি.এ. অনার্স

ক্রম	কোর কোর্স (অনার্স সাবজেক্ট)	সাবজেক্ট কমবিনেশন- জেনারেল ইলেকটিভ (গ্রুপ-১ এবং গ্রুপ-২ থেকে একটি করে বিষয় নেওয়া যাবে)	
		গ্রুপ-১	গ্রুপ-২
১	বাংলা	ইংরেজি/সংস্কৃত	শিক্ষাবিজ্ঞান/ইতিহাস
২	ইংরেজি	বাংলা/সংস্কৃত	শিক্ষাবিজ্ঞান/ইতিহাস
৩	সংস্কৃত	বাংলা/ইংরেজি	শিক্ষাবিজ্ঞান/ইতিহাস
৪	শিক্ষাবিজ্ঞান	বাংলা/ইংরেজি	সংস্কৃত/ইতিহাস
৫	ইতিহাস	বাংলা/ইংরেজি	সংস্কৃত/শিক্ষাবিজ্ঞান
৬	দর্শন	বাংলা/ইংরেজি	সংস্কৃত/ইতিহাস

বি.এসসি এবং বি.এ জেনারেল

ক্রম	জেনারেল কোর্স	যে কোন তিনটি বিষয় নেওয়া যাবে			
১	বি.এ	সংস্কৃত	ইতিহাস	বাংলা/ইংরেজি	শিক্ষাবিজ্ঞান
২	বি.এসসি.	ফিজিক্স (পদার্থ বিজ্ঞান)	কেমেস্ট্রি (রসায়ন বিজ্ঞান)	ম্যাথম্যাটিকস (অঙ্ক)	X

ভর্তি ফি

বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি-ফি

২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে স্নাতকস্তরে (ইউ জি কোর্সে) প্রথম সেমেস্টারে বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির নির্ধারিত ফিস*

ক্রমিক সংখ্যা	কোর্স	ভর্তি ফি (মোট টাকায়)	মোট কোর্স ফিস
১	বি.এ. অনার্স	1322/-	**6082/-**
২	বি.এসসি.অনার্স	1592/-	**7402/-**
৩	বি.এ. জেনারেল	1147/-	**5157/-**
৪	বি.এসসি. জেনারেল	1407/-	**6467/-**

*প্রথম সেমেস্টারে ভর্তি ফি-এর মধ্যে থাকবে ভর্তির ফি, পরীক্ষার ফি, শিক্ষাবর্ষের ফি, গবেষণাগারের ফি, গ্রন্থাগারের ফি, টিউশন ফি (৬মাসের জন্য) ইত্যাদি (বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ফি সামান্য পরিবর্তিত হতে পারে)। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফিস পরে প্রদান করতে হবে।

আগামী লক্ষ্য

আগামী লক্ষ্য

পরিকাঠামোগত উন্নয়ন/ অগ্রগতি/ ক্রমবিকাশ

- শ্রেণীকক্ষের সংযোজন / সংখ্যা বৃদ্ধি।
- পঠন-পাঠন চলাকালীন বৈদ্যুতিক শক্তির বিকল্প ব্যবস্থা।
- পৃথক বিজ্ঞান ভবন।

অধ্যয়ন বিয়ষক/ শিক্ষাগত উন্নয়ন

- মূল্যবোধের শিক্ষাকে পাঠক্রমের একটি পৃথক বিষয় রূপে সংযুক্ত করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিধি সম্প্রসারণ করা।
- আরো বেশি সংখ্যক আলোচনাসভা, বিজ্ঞান-প্রকল্পভিত্তিক প্রতিযোগিতা, ইনডোর ও আউটডোর গেমস বা খেলার আয়োজন, তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উদ্দীপিত করা।
- শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতে বৃত্তি/পেশা নির্বাচন বা কাজের সুযোগ করে দিতে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

সামাজিক দায়িত্ব

- মহাবিদ্যালয়ের NSS ইউনিটের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী গ্রামকে দত্তক হিসাবে গ্রহণ করা।
- স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা বৃদ্ধি।
- শিক্ষামুলক সচেতনতার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্য সামনে রেখে স্থানীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন।

শেষের কথা

শেষের কথা

গভর্মেন্ট জেনারেল ডিগ্রী কলেজ কালনা-১ এর সকল সদস্য ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অপেক্ষায় আছে। নতুন এই যোগাযোগের মাধ্যম ভার্চুয়াল বা মুখোমুখি ক্লাসরুমে যাই হোক না কেন, আমরা সব সময় তোমাদের সকলের পাশে থাকবো। অতিমারির বিপর্যয়ের কথা মাথায় রেখে কলেজ কর্তৃপক্ষ ভর্তির জন্য যতটা সম্ভব ন্যূনতম ফিস ধার্য করেছে। কেননা, ছত্ররাই আমাদের প্রথম পছন্দ। তাদের জন্যই কলেজের এই পাঠপরিক্রমার আয়োজন। বিদ্যার্থী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রয়াসেই একটি আদর্শ শিক্ষা-পরিমণ্ডল গড়ে উঠতে পারে – গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ অ্যাট কালনা-১ সেই মহান আদর্শের পথেই এগিয়ে চলেছে।

ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় যোগাযোগ কিংবা অনুসন্ধানের জন্য মেইল / ফোন করুন নিম্নোক্ত ই-মেইল আইডি / ফোন নম্বরেঃ

admission@ggdck.ac.in

9883277057

আমাদের ওয়েবসাইটঃ
https://www.ggdck.ac.in